সিসাল গাছের সন্ধানে

● ইসমাইল মাহমুদ

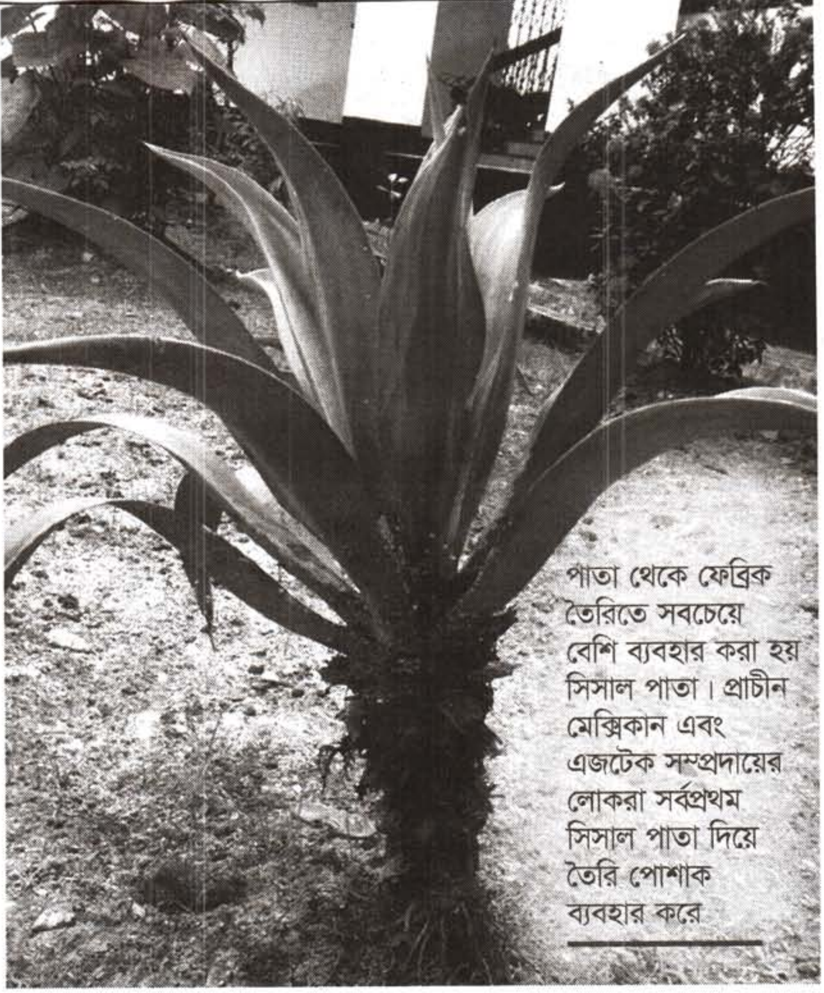

> পাতা থেকে ফেব্রিক তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সিসাল পাতা। প্রাচীন মেক্সিকান এবং এজটেক সম্প্রদায়ের লোকরা সর্বপ্রথম সিসাল পাতা দিয়ে তৈরি পোশাক ব্যবহার করে

সত্যিই কি হারিয়ে গেছে 'সিসাল'? সিসাল গাছের পাতা থেকে তৈরি তন্তু দিয়ে তৈরি করা হতো রশি। উনবিংশ শতাব্দীতে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চাষ হতো 'সিসাল' নামের গাছ। শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ভারতীয় সীমান্তবর্তী ওই এলাকাটির নামই ছিল 'সিসাল বাড়ি'। কালক্রমে ওই এলাকায় জেমস ফিনলে চা কোম্পানির চা বাগান গড়ে ওঠে। সিসালের পরিবর্তে ওইস্থানে চা আবাদ হবার কারণে এখন এ চা-বাগানটির নাম হয়েছে 'সিসাল বাড়ি চা-বাগান', যা এখন পরিচিত 'শিশির বাড়ি চা-বাগান' নামে।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা এদেশে চায়ের আবাদ শুরু করে। সিলেট অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র চা আবাদ করা হলেও পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত 'সিসাল বাড়ি' এলাকাতে অব্যাহত ছিল সিসালের চাষাবাদ। কিন্তু পরবর্তীকালে রশি তৈরির বিভিন্ন উপাদান সহজলভ্য হয়ে ওঠায় এবং চা আবাদ অধিক লাভজনক হওয়ায় ব্রিটিশ চা কোম্পানি সিসাল বাড়িতে সিসাল চাষ বন্ধ করে চায়ের আবাদ শুরু করে। ধীরে ধীরে সিসাল বাড়িতে সিসালের চাষাবাদ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পুরো এলাকা চা চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়। জানা যায়, ত্রিশের দশকের শেষদিকে ব্রাজিলে সিসালের (এগ্রোভে সিসালানা) বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে ব্রাজিল প্রথমবারের মতো সিসালের আঁশ রফতানি করে। উনবিংশ শতকে ফ্লোরিডা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপ, ব্রাজিল, তানজানিয়া, কেনিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে সিসালের চাষবাদ ব্যাপ্তি লাভ করে। বর্তমানে সিসালের প্রধান উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিল। সিসাল পাতা বস্ত্রশিল্পেও ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশ।

পাতা থেকে ফেব্রিক তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সিসাল পাতা। প্রাচীন মেক্সিকান এবং এজটেক সম্প্রদায়ের লোকরা সর্বপ্রথম সিসাল পাতা দিয়ে তৈরি পোশাক ব্যবহার করে। মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে এগ্রোভে সিসালানা উৎপন্ন হয়। এই গাছের পাতাই সিসাল নামে পরিচিত। সিসালের রঙ অনেকটা সবুজাভ। সিসাল পাতা থেকে রশি তৈরির জন্য তন্তু তৈরি করলে অনেকটা পাটের আঁশের মতো মনে হয়। কাজে কিন্তু পাটের চাইতে কম যায় না। সিসালের পাতা দিয়ে রশি, ব্যাগ, টুপি, পাপোশ, দোলনা, টেবিল ম্যাট ও ঘর সাজানো নানা সামগ্রী তৈরি করা হতো। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখনো সিসালের পাতা দিয়ে নানা সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে সিসাল একেবারেই হারিয়ে গেছে। জানা যায়, ভারতের জয়পুর অঞ্চলের সরকারি কৃষি খামারে সিসাল তন্তু কাজে লাগিয়ে নানা জিনিস তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এলাকাবাসীকে। সমবায় তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছে সিসালের তৈরি নানা সামগ্রী। শুধু জয়পুরে নয়, মেদিনীপুরেও রয়েছে সিসালের একটি সরকারি ফার্ম। ভারতে সিসাল পাতার জোগান নিয়ে কোন সমস্যা নেই। গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সিসাল চারা লাগানো হচ্ছে ওই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে।

বাংলাদেশের সিসাল চাষের গোড়াপত্তন ও তা হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, ব্রিটিশরা চা বাগানগুলোর প্রয়োজনেই সিসাল বাড়িতে সিসাল চাষাবাদ করতো। সিসালের পাতা থেকে প্রধানত রশি তৈরি করা হতো। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত সিসাল বাড়িতে সিসালের চাষ অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সিসালবাড়ির সিসাল চাষ বন্ধ করে দেয়া হয়। সিসালের পরিবর্তে ওই স্থানে রোপণ করা হয় চা গাছ। এক সময় সিসাল বাড়ি চা-বাগানে পরিণত হয়। সিসাল সম্পর্কে উদ্ভিদবিদরা জানান, সিসাল গাছের চেহারা অনেকটা আনারস গাছের মতো। তবে সিসাল গাছ আনারস গাছের চেয়ে অধিক উচ্চতাসম্পন্ন। সিসাল গাছ সাধারণত চার থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। সিসাল গাছের পাতা থেকে তৈরি তন্তু পাটের মতোই ব্যবহার করা যায়। সিসালের তন্তু পাটের চেয়ে শক্ত, মজবুত ও টেকসই হয়। পানিতেও নষ্ট হয় না। প্লাস্টিকের রশির যুগ আসার আগে নৌকা ও জাহাজের নোঙর তৈরির রশি তৈরি হতো সিসাল তন্তু দিয়ে।

সিসাল চাষাবাদে প্রকৃতির ওপর অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ধরনের প্রভাব রয়েছে বলেও জানা যায়। ৭-১০ বছর পর্যন্ত জীবনচক্রের একটি সিসাল গাছ থেকে দুইশ থেকে আড়াইশ পর্যন্ত পাতা আহরণ করা যায়। রশি এবং টুয়াইন তৈরিতে সিসালের মুখ্য ব্যবহার হলেও এর থেকে কাগজ, কাপড়, দেয়ালের ম্যাট, কার্পেটসহ প্রভৃতি তৈরি করা হতো বলে জানা গেছে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সত্তরের দশকেও সিসালের প্ল্যান্টেশন ছিল বলে প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। ধীরে ধীরে সিসাল গাছ কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোটায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালিঘাট চা-বাগানসহ বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি সিসাল গাছ এখনো টিকে আছে। ■

ছবি : মাহফুজ সুমন